আলমডাঙ্গায় ছেলুন জোয়ার্দ্দারের নৌকার সমর্থনে জাসদের মিছিল ও পথসভা

দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের আওয়ামীলীগের মনোনীত প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুনের নৌকার সমর্থনে আলমডাঙ্গায় জাসদ মিছিল ও পথসভা করেছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রাম থেকে বের হওয়া মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে ৭১’র মোড়ের স্বাধীনতা স্তম্ভ এলাকায় পথসভা করেন।

পথসভায় জেলা জাসদ সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক মেয়র এম.সবেদ আলী বলেন, আমরা ১৪ দলীয় জোটের শরিক দল। আমরা এই নির্বাচনে ছেলুন ভাইয়ের নৌকা প্রতিকের পক্ষে ভোট করছি। দেশের উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবারও ক্ষমতায় আনতে হবে। তাই আগামী ৭ জানুয়ারী ছেলুন ভাইকে নৌকা প্রতিকে ভোট দিয়ে জয়ী করতে হবে।

পথসভায় উপস্থিত ছিলেন জাসদ নেতা নজরুল ইসলাম, রশিদ আলী, ইকরামুল হক, আব্দুল আল মামুন, রাজ্জাক আলী, রবিন, রাজু, রিয়াজ, মুন্নাহ, তানজিম, হৃদয় প্রমূখ।

চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জাসদ ও জাতীয় পার্টির দলীয় মনোনয়ন ঘোষণা

চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে জাসদ ও জাতীয় পার্টির ২ জন দলীয় মনোনয়ন পেয়েছে। এদের মধ্যে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের মশাল প্রতিকে দেওয়ান ইয়াসিন উল্লাহ ও জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতিকে রবিউল

ইসলাম দলীয় মনোনয়ন পেলেন।

আজ সোমবার সকাল ১১টায় দর্শনা পৌর জাসদের অফিস থেকে দেওয়ান ইয়াসিন উল্লাহ তার মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের সভাপতি হাসানুল হক ইনু”র প্রেরিত মনোনয়ন পত্রটি জাতীয় যুব জোটের দর্শনা পৌর সভাপতি আলমগীর হোসেন মিল্টন, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য অনলাইন নিউজ পোর্টাল ইভেন্ট অল ইভেন্ট নিউজের নিবার্হী সম্পাদক আব্দুস সামাদ আজাদ বিপু ও গড়াইটুপি ইউনিয়ন জাসদের সভাপতি ও চুয়াডাঙ্গা জেলা কমিটির সদস্য ডাক্তার হোসেন এর নিকট থেকে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মনোনয়ন পত্রটি দেওয়ান ইয়াসিন উল্লাহ গ্রহন করেন।

এ নিয়ে চুয়াডাঙ্গা-২ আসন থেকে ৩ জন দলীয় মনোনয়ন পেলেন।

বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে: ইনু

বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন জাসদ সভাপতি, সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু এমপি।

তিনি বলেন, বিএনপি-জামায়াত এখনও নাশকতা চালিয়ে যাচ্ছে, তাই বাংলাদেশে রাজনীতি এখনও নিরাপদ নয়। সেই কারণে এখনও জোটের দরকার আছে। আমরা এখন পর্যন্ত জোটবদ্ধভাবে খুব শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে নির্বাচনের মাঠে আছি।

তিনি বলেন, প্রতিপক্ষ জোট থাকুন আর না থাকুক, বিএনপি নির্বাচনে আসুক বা না আসুক, ১৪ দল জোটবদ্ধভাবেই নির্বাচন করবে। ওবায়দুল কাদের কি বলেছেন, সেটা তিনিই ভালো জানেন। তবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন, ১৪ দল জোটবদ্ধভাবেই নির্বাচন করবে। এছাড়াও ওই চিঠিতে বলা আছে, প্রয়োজন হলে আওয়ামী লীগের প্রতীক নৌকা শরিকদলের প্রার্থীরা ব্যবহার করতে পারবে।

আজ রবিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার মিরপুরে সহকারী রিটার্নিং অফিসার

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জহুরুল ইসলামের কাছে নিজের মনোনয়নপত্র জমা দিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ইনু এসব কথা বলেন।

এর আগে হাসানুল হক ইনু তার নির্বাচনী এলাকার ভেড়ামারা উপজেলায় সহকারী রিটার্নিং কর্মকর্তা উপজেলা নির্বাহী অফিসার আকাশ কুমার কুন্ডুর কাছেও মনোনয়নপত্র জমা দেন। এসময় দুই উপজেলাতেই স্থানীয় জাসদের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মাহাবুব চান্দুসহ ১৮১ আসনে জাসদের প্রার্থী চূড়ান্ত

দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ নিতে ১৮১টি আসনের বিপরীতে দলীয় প্রার্থীর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদ।

গতকাল শুক্রবার রাজধানীর গুলিস্তানে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা (আংশিক) প্রকাশ করে দলটি।

১৮১টি আসনের বিপরীতে জাসদ মনোনীত প্রার্থীরা হলেন- ১। ০০১, পঞ্চগড়-১ : মো. ফারুক আহম্মদ, ২। ০০২, পঞ্চগড়-২ : অ্যাড. তরিকুল ইসলাম, ৩। ০০৩, ঠাকুরগাঁও-১: মো. খাদেমুল ইসলাম, ৪। ০০৪, ঠাকুরগাঁও-২: অধ্যক্ষ রাজিউর রহমান বাবুল, ৫। ০০৫, ঠাকুরগাঁও-৩ : মো. সোলায়মান ঢালী, ৬।
০০৭, দিনাজপুর-২: অ্যাড. ইমামুল ইসলাম, ৭। ০০৮, দিনাজপুর-৩: শহীদুল ইসলাম শহীদুল্লাহ, ৮। ০০৯, দিনাজপুর-৪: অ্যাড. লিয়াকত আলী, ৯। ০১০, দিনাজপুর-৫: অধ্যাপক আতাউর রহমান, ১০।
০১১, দিনাজপুর-৬ : শাহ আলম বিশ্বাস, ১১। ০১২, নীলফামারী-১ : মো. খায়রুল আলম (আনাম), ১২। ০১৩, নীলফামারী-২: জাবির হোসেন প্রামাণিক. ১৩। ০১৪, নীলফামারী-৩: অধ্যাপক আজিজুল ইসলাম, ১৪।

০১৫, নীলফামারী-৪: মো. আজিজুল হক, ১৫।
০১৬, লালমনিরহাট-১: ডা. হাবিব মো. ফারুক, ১৬। ০২০, রংপুর-২: কুমারেশ রায়, ১৭। ০২১, রংপুর-৩: সাহীদুল ইসলাম, ১৮। ০২৬, কুড়িগ্রাম-২ : নুরুল ইসলাম বখশী ঠাণ্ডা, ১৯। ০২৮, কুড়িগ্রাম-৪ : মো. গোলাম হাবিবুর রহমান বিদ্যুৎ, ২০। ০২৯, গাইবান্ধা-১ : মো. গোলাম আহসান হাবিব মাসুদ, ২১। ০৩০, গাইবান্ধা-২ : গোলাম মারুফ মনা, ২২। ০৩১, গাইবান্ধা-৩ : এস এম খাদেমুল ইসলাম খুদী, ২৩। ০৩৩, গাইবান্ধা-৫: ডা. একরাম হোসেন, ২৪। ০৩৪, জয়পুরহাট-১: আবুল খায়ের মো : শাখাওয়াত হোসেন, ২৫। ০৩৫, জয়পুরহাট-২ : আবুল খায়ের মো. শাখাওয়াত হোসেন, ২৬। ০৩৬, বগুড়া-১: অ্যাড. হাসান আকবর আফজল হারুন, ২৭। ০৩৮, বগুড়া-৩: আব্দুল মালেক সরকার/আলহাজ মো. ফেরদৌস স্বাধীন (ফিরোজ), ২৮। ০৩৯, বগুড়া-৪: এ কে এম রেজাউল করিম তানসেন, ২৯। ০৪০, বগুড়া-৫ : রাসেল মাহমুদ, ৩০। ০৪১, বগুড়া-৬ : অ্যাড. এমদাদুল হক ইমদাদ, ৩১। ০৪২, বগুড়া-৭: মো. আব্দুর রাজ্জাক, ৩২। ০৪৩, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-১: অধ্যাপক আবু বাক্কার, ৩৩। ০৪৪, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ : বীর মুুক্তিযোদ্ধা মেহের আলী, ৩৪। ০৪৫, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩: আব্দুল হামিদ রুনু, ৩৫। ০৪৬, নওগাঁ-১: বীরমুক্তিযোদ্ধা অ্যাড. মো. শাহজাহান, ৩৬। ০৪৭, নওগাঁ-২: বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই, ৩৭। ০৪৮, নওগাঁ-৩ : বীরমুক্তিযোদ্ধা মো. ওয়াজেদ আলী, ৩৮। ০৪৯, নওগাঁ-৪: অ্যাড. মো. রিয়াজ উদ্দিন, ৩৯। ০৫০, নওগাঁ-৫ : এস এম আজাদ হোসেন মুরাদ,
৪০। ০৫১, নওগাঁ-৬: অ্যাড. মো. জাহাঙ্গীর হোসেন বুলবুল, ৪১। ০৫২, রাজশাহী-১ : প্রদীপ মৃধা, ৪২। ০৫৩, রাজশাহী-২ : আব্দুল্লাহ আল মাসুদ শিবলী, ৪৩। ০৫৭, রাজশাহী-৬: জুলফিকার মান্নান জামী,
৪৪। ০৫৮, নাটোর-১ : মো. মোয়াজ্জেম হোসেন, ৪৫। ০৬১, নাটোর-৪ : অ্যাড. বিপ্লব কুমার রাম, ৪৬। ০৬২, সিরাজগঞ্জ-১: আব্দুল হাই তালুকদার, ৪৭। ০৬৩, সিরাজগঞ্জ-২: আবু বকর ভূঁইয়া, ৪৮। ০৬৫, সিরাজগঞ্জ-৪ : মোস্তফা কামাল বকুল, ৪৯। ০৬৬, সিরাজগঞ্জ-৫ : বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুর রাজ্জাক, ৫০। ০৬৭, সিরাজগঞ্জ-৬: মোজাম্মেল হক, ৫১। ০৬৮, পাবনা-১: শেখ আনিসুজ্জামান, ৫২। ০৬৯, পাবনা-২: মোছা. পারভীন খাতুন/শেখ আনিসুজ্জামান, ৫৩। ০৭০, পাবনা-৩: আবুল বাশার শেখ, ৫৪। ০৭১, পাবনা-৪: মো. আব্দুল খালেক, ৫৫। ০৭২, পাবনা-৫: আলহাজ আফজাল হোসেন রাজা, ৫৬। ০৭৩, মেহেরপুর-১: মো. মাহাবুবুর রহমান (মাহবুব চান্দু), ৫৭। ০৭৪, মেহেরপুর-২ : ওমর আলী, ৫৮। ০৭৫, কুষ্টিয়া-১ : শরিফুল কবির স্বপন,
৫৯। ০৭৬, কুষ্টিয়া-২: হাসানুল হক ইনু, ৬০। ০৭৭, কুষ্টিয়া-৩: গোলাম মোহসীন, ৬১। ০৭৮, কুষ্টিয়া-৪ : রোকনুজ্জামান রোকন, ৬২।

০৭৯, চুয়াডাঙ্গা-১: বীর মুক্তিযোদ্ধা সবেদ আলী, ৬৩। ০৮০, চুয়াডাঙ্গা-২: জুলফিকার হায়দার/অ্যাড. আকসিজুল ইসলাম রতন, ৬৪। ০৮১, ঝিনাইদহ-১: শরাফত ইসলাম, ৬৫। ০৮২, ঝিনাইদহ-২: চন্দন চক্রবর্তী, ৬৬। ০৮৩, ঝিনাইদহ-৩: শামীম আকতার বাবু, ৬৭। ০৮৭, যশোর-৩: অ্যাড. রবিউল আলম, ৬৮। ০৯১, মাগুরা-১: জাহিদুল আলম,
৬৯। ০৯২, মাগুরা-২: জাহিদুল আলম, ৭০। ০৯৩, নড়াইল-১: সাইফুজ্জামান বাদশা, ৭১। ০৯৭, বাগেরহাট-৩: শেখ নুরুজ্জামান মাসুম, ৭২। ১০০, খুলনা-২ : খালিদ হোসেন, ৭৩। ১০১, খুলনা-৩ : শেখ গোলাম মর্তুজা, ৭৪। ১০৩, খুলনা-৫: সুজিত মল্লিক, ৭৫। ১০৫, সাতক্ষীরা-১: শেখ মো. ওবায়েদুস সুলতান বাবলু, ৭৬। ১০৮, সাতক্ষীরা-৪: অধ্যক্ষ আশেক-ই-এলাহী, ৭৭। ১০৯, বরগুনা-১: আবু জাফর সূর্য, ৭৮। ১১১, পটুয়াখালী-১ : কে এম আনোয়ারুজ্জামান মিয়া (চুন্নু), ৭৯। ১১৪, পটুয়াখালী-৪: বিশ্বাস শিহাব পারভেজ মিঠু, ৮০। ১১৫, ভোলা-১: বীর মুক্তিযোদ্ধা সিদ্দিকুর রহমান, ৮১। ১২০, বরিশাল-২ : সাজ্জাদ হোসেন, ৮২। ১২১, বরিশাল-৩ : কাজী সিদ্দিকুর রহমান, ৮৩। ১২২, বরিশাল-৪ : অ্যাড. আব্দুল হাই মাহবুব, ৮৪। ১২৩, বরিশাল-৫ : কে এম মনিরুল আলম (স্বপন খন্দকার), ৮৫। ১২৪, বরিশাল-৬ : মোহাম্মদ মোহসীন, ৮৬। ১২৭, পিরোজপুর-১: সাইদুল ইসলাম ডালিম, ৮৭। ১২৮, পিরোজপুর-২: সিদ্ধার্থ মণ্ডল, ৮৮। ১২৯, পিরোজপুর-৩ : রণজিৎ কুমার হাওলাদার, ৮৯। ১৩৩, টাঙ্গাইল-৪: ড. এস এম আবু মোস্তফা, ৯০। ১৩৫, টাঙ্গাইল-৬: সৈয়দ নাভেদ হোসেন, ৯১। ১৩৬, টাঙ্গাইল-৭: মো: মঞ্জুর রহমান মজনু, ৯২। ১৩৭, টাঙ্গাইল-৮: মো: রফিকুল ইসলাম, ৯৩। ১৪১, জামালপুর-৪: গোলাম মোস্তফা জিন্নাহ, ৯৪। ১৪২, জামালপুর-৫: অধ্যাপক খন্দকার মো: ইতিমুদ্দৌলা, ৯৫। ১৪৩, শেরপুর-১: মনিরুল ইসলাম লিটন, ৯৬। ১৪৪, শেরপুর-২: লাল মো: শাহজাহান কিবরিয়া, ৯৭। ১৪৫, শেরপুর-৩, মিজানুর রহমান মিজান, ৯৮। ১৪৬, ময়মনসিংহ-১: আমিনুল ইসলাম আমিন,
৯৯। ১৪৭, ময়মনসিংহ-২, এড. শিব্বির আহমেদ লিটন, ১০০। ১৪৮, ময়মনসিংহ-৩: আব্দুল আজিজ, ১০১। ১৪৯, ময়মনসিংহ-৪: এড. নজরুল ইসলাম চুন্নু, ১০২। ১৫১, ময়মনসিংহ-৬: সৈয়দ শফিকুল ইসলাম মিন্টু, ১০৩। ১৫২, ময়মনসিংহ-৭: রতন সরকার, ১০৪। ১৫৪, ময়মনসিংহ-৯: এড. গিয়াস উদ্দিন, ১০৫। ১৫৬, ময়মনসিংহ-১১: এড. সাদিক হোসেন, ১০৬। ১৫৮, নেত্রকোণা-২: মোখলেছুর রহমান মুক্তাদির, ১০৭। ১৬২. কিশোরগঞ্জ-১: শারফুদ্দিন সোহেল, ১০৮। ১৬৪, কিশোরগঞ্জ-৩: মো: শওকত আলী,
১০৯। ১৬৬, কিশোরগঞ্জ-৫: নন্দন শেঠ, ১১০। ১৬৭, কিশোরগঞ্জ-৬: রফিকুল ইসলাম রাজা, ১১১। ১৬৮, মানিকগঞ্জ-১: আফজাল হোসেন খান জকি, ১১২। ১৬৯, মানিকগঞ্জ-২: মো: রফিকুল ইসলাম সিদ্দিকী, ১১৩।

১৭০, মানিকগঞ্জ-৩: সৈয়দ সারোয়ার আলম চৌধুরী, ১১৪। ১৭১, মুন্সীগঞ্জ-১: এড. নাসিরুজ্জামান খান, ১১৫। ১৭৮, ঢাকা-৫: মো: শহিদুল ইসলাম, ১১৬। ১৮০, ঢাকা-৭: হাজী ইদ্রিস ব্যাপারি, ১১৭। ১৮২, ঢাকা-৯: এড. নিলাঞ্জনা রিফাত (সুরভী), ১১৮। ১৮৩, ঢাকা-১০: শওকত রায়হান, ১১৯। ১৮৬, ঢাকা-১৩: এড. আলী আশরাফ খান, ১২০। ১৮৭, ঢাকা-১৪: এড. আবু মো: হানিফ, ১২১। ১৮৮, ঢাকা-১৫: মুহাম্মদ সামছুল ইসলাম সুমন, ১২২। ১৮৯, ঢাকা-১৬: মো: নুরুন্নবী, ১২৩। ১৯৪, গাজীপুর-১: এড. আব্দুর রফিক, ১২৪। ১৯৫, গাজীপুর-২: একরামুল হক খান (সোহেল), ১২৫। ১৯৬, গাজীপুর-৩: জহিরুল হক মন্ডল বাচ্চু,
১২৬। ১৯৮, গাজীপুর-৫: মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম আকন্দ (লিটন),
১২৭। ২০০, নরসিংদী-২: জায়েদুল কবীর, ১২৮। ২০২, নরসিংদী-৪: মো: হুমায়ূন কবির সর্দার, ১২৯। ২০৮, নারায়ণগঞ্জ-৫: মো: শাহজাহান,
১৩০। ২১০, রাজবাড়ী-২: আব্দুল মতিন মিয়া, ১৩১। ২১১, ফরিদপুর-১: হারুন অর রশীদ রতন, ১৩২। ২১৪, ফরিদপুর-৪: নাজমুল কবির মনির, ১৩৩। ২১৫, গোপালগঞ্জ-১: মো: ফায়েকুজ্জামান, ১৩৪। ২১৬, গোপালগঞ্জ-২: শেখ মাসুদুর রহমান, ১৩৫। ২১৯, মাদারীপুর-২: সালাহউদ্দিন খান,
১৩৬। ২২১, শরীয়তপুর-১: স ম আব্দুল মালেক, ১৩৭। ২২২, শরীয়তপুর-২: মো: ফিরোজ মিয়া (ফিরোজ শাহী), ১৩৮। ২২৪, সুনামগঞ্জ-১: এ কে এম অহিদুল ইসলাম কবির, ১৩৯। ২২৫, সুনামগঞ্জ-২: মো: আমিনুল ইসলাম,
১৪০। ২২৬, সুনামগঞ্জ-৩: মো: নাজমুল হক, ১৪১। ২২৭, সুনামগঞ্জ-৪: আবু তাহের মো: রুহুল আমিন (তুহীন), ১৪২। ২২৮, সুনামগঞ্জ-৫: আলাউদ্দিন আহমেদ মুক্তা, ১৪৩। ২২৯, সিলেট-১: শামীম আখতার, ১৪৪। ২৩০, সিলেট-২: লোকমান আহমেদ, ১৪৫। ২৩১, সিলেট-৩: আব্দুল হাসিব চৌধুরী, ১৪৬। ২৩২, সিলেট-৪: মো: নাজমুল ইসলাম, ১৪৭। ২৩৩, সিলেট-৫: লোকমান আহমেদ, ১৪৮। ২৩৪. সিলেট-৬: লোকমান আহমেদ, ১৪৯। ২৩৫, মৌলভীবাজার-১, এ এম মোনায়েম মনু, ১৫০। ২৩৬, মৌলভীবাজার-২: এড. বদরুল হোসেন ইকবাল, ১৫১। ২৩৭, মৌলভীবাজার-৩: আব্দুল মোসাব্বির, ১৫২। ২৩৮, মৌলভীবাজার-৪: হাজী এলেমান কবির, ১৫৩। ২৩৯, হবিগঞ্জ-১: মো: আব্দুল মান্নান, ১৫৪। ২৪০, হবিগঞ্জ-২: আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ১৫৫। ২৪১, হবিগঞ্জ-৩: এড. তাজউদ্দিন আহমেদ সুফী, ১৫৬। ২৪২, হবিগঞ্জ-৪: জিয়াউল হাসান তরফদার (মাহিন), ১৫৭। ২৪৪, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২: এস এম আলী আজম, ১৫৮। ২৪৫, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৩: মো: আব্দুর রহমান খান (ওমর), ১৫৯। ২৪৭, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-৫: এড. আখতার হোসেন সাঈদ, ১৬০। ২৪৯, কুমিল্লা-১: ধীমন বড়ুয়া, ১৬১। ২৫৩, কুমিল্লা-৫: ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, ১৬২। ২৫৪, কুমিল্লা-৬: মনিরুল ইসলাম, ১৬৩। ২৬০, চাঁদপুর-১: মো: সাইফুল ইসলাম সোহেল, ১৬৪। ২৬১. চাঁদপুর-২: মো: হাছান আলী সিকদার/শহীদ

আলমগীর, ১৬৫। ২৬২, চাঁদপুর-৩: মুহাম্মদ মাসুদ হাছান, ১৬৬। ২৬৪, চাঁদপুর-৫: মনির হোসেন মজুমদার, ১৬৭। ২৬৫. ফেনী-১: শিরীন আখতার,
১৬৮। ২৬৮, নোয়াখালী-১: মো: হারুন অর রশীদ সুমন, ১৬৯। ২৬৯, নোয়াখালী-২: নইমুল আহসান জুয়েল, ১৭০। ২৭১, নোয়াখালী-৪: এস এম রহিম উল্যাহ, ১৭১। ২৭২, নোয়াখালী-৫: মোহাম্মদ মোকসুদের রহমান মানিক, ১৭২। ২৭৩, নোয়াখালী-৬: ইশরাজুর রহমান শামীম, ১৭৩। ২৭৫, লক্ষ্মীপুর-২: আমির হোসেন মোল্লা, ১৭৪। ২৭৬. লক্ষ্মীপুর-৩: এড. মোহাম্মদ সেলিম, ১৭৫। ২৭৭, লক্ষ্মীপুর-৪: মোশারেফ হোসেন, ১৭৬। ২৮০, চট্টগ্রাম-৩: নুরুল আখতার, ১৭৭। ২৮৫, চট্টগ্রাম-৮: শ্যামল বিশ্বাস, ১৭৮। ২৮৮, চট্টগ্রাম-১১: জসিম উদ্দিন বাবুল, ১৭৯। ২৯৩, চট্টগ্রাম-১৬: কামাল মোস্তফা চৌধুরী, ১৮০। ২৯৪, কক্সবাজার-১: মো: নাজিম উদ্দিন, ১৮১। ২৯৬, কক্সবাজার-৩: নাইমুল হক চৌধুরী টুটুল।

সূত্র: কালের কণ্ঠ

আলমডাঙ্গায় জাসদের ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

শ্রমজীবী, পেশাজীবী, কর্মজীবী জনতা গড়ে তোলো একতা জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল `জাসদ’ এর ৫১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উদযাপনে আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর জাসদের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ টার দিকে উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা মঞ্চ চত্বরে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা জাসদের সভাপতি বীরমুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী।

আলমডাঙ্গা উপজেলা জাসদের সভাপতি মোল্লা গোলাম সারোয়ারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আনিসুজ্জামান আনিস, পৌর জাসদের সাধারণ সম্পাদক

[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

□□□□□□, □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□□

□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□

□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □ □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□ □□□ □□□ □□□

□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□’□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□

□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□□ □□ (□□□□□□□) □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□

□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□, □□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□□, □□□□□ □□□□□□, □□□□□ □□□□, □□□□□□□, □□□, □□□□, □□□□□□, □□□□□, □□□□, □□ □□□□ □□□□□□

□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□

কোটচাঁদপুরে জাসদের রাজনৈতিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা জাসদের উদ্যোগে দিনব্যাপি এক রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রবিবার সকাল ১১ টা থেকে কোটচাঁদপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

কোটচাঁদপুর উপজেলা জাসদ সভাপতি জহুরুল ইসলাম পান্নুর সভাপতিত্বে রাজনৈতিক কর্মশালায় প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাসদের কার্যকরী সভাপতি এ্যাড.রবিউল আলম।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক জিয়াউল হক মুক্তা। এছাড়া ঝিনাইদহ জেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক শামীম আখতার বাবু, সাংগঠনিক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মানিক, সদর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান উজ্জলসহ জেলা ও উপজেলা জাসদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ায় কাজী আরেফসহ জাসদের ৫ নেতা হত্যা দিবসে স্মরণ সভা

কাজী আরেফ আহমেদ সহ পাঁচ জাসদ নেতার ২৪তম হত্যা দিবস উপলক্ষে কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে গতকাল শনিবার সকাল ১১ টায় আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন কুষ্টিয়া সমিল্লিত সামাজিক আন্দোলনের সভাপতি বীর মুক্তিযুদ্ধা নজরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি হিসে সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী সভাপতি অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট গবেষক ও লেখক এ্যাডঃ লালিম হক ও সালেহ আহমেদ।

বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া জেলা জাসদের সভাপতি আলহাজ্ব গোলাম মহসিন, জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য জাহিদ আলম,কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মিরপুর উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক জননেতা আহাম্মদ আলী, অধ্যাপক জাহাঙ্গীর আলম সবুজ, হাসিবুর রশিদ তামিম, কমরেড হাফিজ সরকার, অধ্যাপক গোপা সরকার, খলিলুর রহমান মজু,শহীদ লোকমান হোসেনের সন্তান এ্যাডঃ আল মুজাহিদ মিঠু, সাংস্কৃতিক ব্যাক্তি কনক চৌধুরী, কুষ্টিয়া সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক অজয় মৈত্র,শহীদ এ্যাডঃ ইয়াকুব আলী’র সন্তান জনাব ইউসুফ আলী রুসো,এ্যাডঃ সোহেলী পারভীন ঝুমুর সাধারণ সম্পাদক অরিন সাংস্কৃতিক সংসদ কুষ্টিয়া, শাফি আব্দুল্লাহ রিডিং সার্কেল কুষ্টিয়া,সাংবাদিক হাসান আলী, মিরপুর উপজেলা পরিষদের সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান শেখ মোহাম্মদ বাহাদুর, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা জাসদের সভাপতি বীর মুক্তিযুদ্ধা আমিরুল ইসলাম মুকলু, কুষ্টিয়া আদর্শ কলেজের সহকারী অধ্যাপক কবি ও লেখক দিলশাদ বেগমসহ বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক, ছাত্রলীগ, যুবজোট, নারীজোট ও জাসদের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। সভা পরিচালনা করেন কুষ্টিয়া জেলা জাসদের নেতা কারশেদ আলম।

নেতৃবৃন্দ জাতীয় নেতা কাজী আরেফ আহমেদ সহ পাঁচ জাসদ নেতা হত্যার সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামীদের গ্রেপ্তার করে রায় কার্যকর করার দাবি জানান,একই সাথে সামপ্রদায়িক স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি,দুর্নীতি দখলবাজদের মোকাবিলা করে – মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সমাজ বিনির্মানে কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন সারাদেশে কাজী আরেফ আহমেদের স্বপ্ন বুকে ধারন করেই সামাজিক সন্ত্রাসী রাজাকারদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগ্রাম গড়ে তুলবে।

বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে বিএনপির চক্রান্ত রুখে দিতে

হবে

বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে বিএনপির চক্রান্ত রুখে দিতে হবে বলে জানিয়েছেন জাসদ সভাপতি, সাবেক তথ্যমন্ত্রী ও কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য হাসানুল হক ইনু।

তিনি বলেন, ২৭ আর ১০ দফা দিয়ে বিএনপি আবারও সরাসরি ৭১,৭৫ ও ২১ আগস্টের খুনিদের সাথে এক প্লেটে ভাত খাচ্ছে। এটা রাজনৈতিক বেয়াদবি, যা মেনে নেওয়া যায় না। বাংলাদেশকে বাঁচাতে হলে বিএনপির এই চক্রান্ত যে কোন মূল্যে রুখে দিতে হবে।

মঙ্গলবার (৩ জানুয়ারি) বেলা সাড়ে ৩টায় কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার মশান মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে বারুইপাড়া ইউনিয়ন জাসদের সম্মেলন সভায় যোগ দিয়ে বিএনপি জোটের সরকার পতনের আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

এসময় ইনু আরো বলেন, বিএনপির ডানে রাজাকার, জামায়াত যুদ্ধাপরাধী আর বামে সুযোগ সন্ধানী কতিপয় দল জড়ো হচ্ছে। এরা কখন কোন দিকে যায় বোঝা যায় না। তবে কয়টা সুযোগ সন্ধানী দল যোগ হচ্ছে সেটা ব্যাপার না, জনগণ যোগ হচ্ছে কিনা সেটাই দেখার বিষয়।

ইনু বলেন, জনগণ ভরসা করতে পারে, অর্থনৈতিকসহ যে ধরনেরই বৈশ্বিক সংকট থাকুক না কেন, বর্তমান সরকার জনগণকে রক্ষা করবে। বারুইপাড়া ইউনিয়ন জাসদের সিনিয়র নেতা মোজাফ্ফার হোসেন জিন্নাহ মেম্বারের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন জাসদ কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আলিম স্বপন, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ,উপজেলা জাসদের সাধারণ সম্পাদক আহাম্মদ আলী,যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক কারশেদ আলম,উপজেলা জাতীয় পাটির সাধারণ সম্পাদক শামিম আহমেদ, বারুইপাড়া ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ডাঃ শফিকুল ইসলাম মন্টু, সাবেক মিরপুর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান শেখ মোহাঃ বাহাদুর, জেলা যুবজোটের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ মাসুদ রানা, জাসদ নেতা রায়হান উদ্দিন, আব্দুল খালেক, সাদেক আলী মেম্বরসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।

এর আগে বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে মিরপুর উপজেলা জাসদের সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ শরীফ এর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ সভায় বক্তব্য রাখেন ইনু।